ফ্যামিলি কার্ডের ট্যাব কেনায় দরপত্র ছাড়াই চুক্তি, জড়িত মন্ত্রীর স্বজনের প্রতিষ্ঠান



ছবি: সংগৃহীত

নৌবাহিনী পরিচালিত একটি জাহাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র ছাড়াই ৩৪২ কোটি টাকার বেশি সরকারি ক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে অ্যান্ড্রয়েড ট্যাব সরবরাহের ৩২০ কোটি ৭১ লাখ টাকার একটি চুক্তির অর্থ কীভাবে তিনটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভাগ হবে, তা নির্ধারণ করে আলাদা একটি চুক্তি করা হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী, সিংহভাগ অর্থ পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন বকুলের ভাতিজা ও ভাতিজির মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠানের।

২০২৬ সালের আগস্টে সমাজকল্যাণ কর্মসূচির আওতায় অ্যান্ড্রয়েড ট্যাব সরবরাহের জন্য নৌবাহিনী পরিচালিত ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেডের (ডিইডব্লিউ) সঙ্গে ৩২০ কোটি ৭১ লাখ টাকার চুক্তি করে সমাজসেবা অধিদপ্তর। পরদিন ২৪ আগস্ট তিনটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অর্থ বণ্টন ও দায়িত্ব নির্ধারণ করে ছয় পৃষ্ঠার একটি যৌথ ব্যবসায়িক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

চুক্তি অনুযায়ী, প্রকল্পে লাভ হোক বা লোকসান, ডিইডব্লিউ মোট চুক্তিমূল্যের ৪ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ১২ কোটি ৮৩ লাখ টাকা পাবে। ট্যাবের যন্ত্রাংশ আমদানির জন্য ঢাকাভিত্তিক মোবাইল ফোন প্রতিষ্ঠান স্যালেক্সট্রা লিমিটেড পাবে ১৭৯ কোটি ২৫ লাখ টাকা। কর ও অন্যান্য নির্ধারিত খরচ বাদ দেওয়ার পর অবশিষ্ট অর্থ পাওয়ার কথা বুরাক ব্রেক লিমিটেডের। বুরাক ব্রেকের মালিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন বকুলের ভাতিজা সরদার রাফিন এস এ হোসেন এবং তাঁর বড় বোন আনিকা রাইধা লেয়া। চুক্তির আগে প্রতিষ্ঠানটির ট্যাব বা এ ধরনের ইলেকট্রনিক পণ্য সরবরাহের কোনো শনাক্তযোগ্য পূর্ব অভিজ্ঞতা খুঁজে পায়নি ডেইলি ওয়াদা।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১ সালের ৩ নভেম্বর বুরাক ব্রেক নিবন্ধিত হয়। তখন রাফিনের বয়স ছিল ১৯ বছর এবং আনিকার ২৩ বছর। ঢাকার গুলশান-২ এলাকার একটি আবাসিক অ্যাপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠানটির নিবন্ধিত ঠিকানা। প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট, পণ্যের ক্যাটালগ, বিজ্ঞাপন কিংবা এ ধরনের পণ্য সরবরাহের আগের চুক্তির তথ্যও প্রতিবেদকেরা খুঁজে পাননি।

ডিইডব্লিউ, স্যালেক্সট্রা ও বুরাক ব্রেকের প্রতিনিধিদের স্বাক্ষরিত চুক্তিতে সরকারি কাজ সরাসরি ক্রয়পদ্ধতিতে পাওয়ার সক্ষমতাকে ডিইডব্লিউর অবদান হিসেবে দেখানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, বেসরকারি অংশীদারদের সহায়তায় কাজটি পাওয়া সম্ভব হয়েছে। এই অবদানকে চুক্তিতে ‘গুডউইল’ বা সুনাম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

দুটি চুক্তির মূল্য ৩৪২ কোটি টাকা

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাগুলো চলতি বছর ডিইডব্লিউকে দুটি বড় ক্রয়চুক্তি দেয়। আগস্টে অ্যান্ড্রয়েড ট্যাব সরবরাহের চুক্তির পাশাপাশি জুনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য হুইলচেয়ার ও সেলাই মেশিন সরবরাহে ২১ কোটি ৯৯ লাখ টাকার আরেকটি চুক্তি হয়।

দুটি চুক্তির মোট মূল্য ৩৪২ কোটি ৭০ লাখ টাকা, যা প্রতিবেদনের হিসাবে প্রায় ২ কোটি ৭৯ লাখ মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ। কোনো চুক্তিতেই প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র আহ্বান করা হয়নি।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ২০২৬ সালের ২৪ মার্চ একটি নির্দেশনা জারি করে। এতে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রকল্পে সশস্ত্র বাহিনী বা বাহিনী পরিচালিত প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করার আগে প্রধানমন্ত্রীর পূর্বানুমোদন নেওয়ার কথা বলা হয়। ডেইলি ওয়াদা নির্দেশনাটির একটি অনুলিপি সংগ্রহ করে এবং আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এর সত্যতা নিশ্চিত করে।

তবে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তাদের পর্যালোচনা করা ক্রয়সংক্রান্ত নথিতে ওই পূর্বানুমোদনের কোনো রেকর্ড পাওয়া যায়নি। তদন্তে আরও উঠে এসেছে, ডিইডব্লিউর পক্ষে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দেওয়া কার্যসম্পাদন জামানত, বাজারের কয়েকটি তুলনীয় পণ্যের চেয়ে বেশি দাম এবং হুইলচেয়ারের নমুনায় গুরুতর ত্রুটির তথ্যসংবলিত একটি স্বাধীন পরিদর্শন প্রতিবেদন।

মন্ত্রীর ভাইয়ের উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন

ডেইলি ওয়াদার পাওয়া কয়েকটি ছবিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ছোট ভাই সরদার তোফাজ্জেল হোসেন, যিনি লিয়াকত নামেও পরিচিত, তাঁকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে নৌবাহিনীর একজন কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা যায়। ছবিগুলো ক্রয়সংক্রান্ত আয়োজন চলার সময়ের বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

একটি ছবিতে সমাজকল্যাণমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেনের সঙ্গে নৌবাহিনীর পোশাক পরা এক কর্মকর্তা ও কালো স্যুট পরা একজন ব্যক্তিকে বসে থাকতে দেখা যায়। অন্য ছবিগুলোতে একই নৌ কর্মকর্তা এবং কয়েকজন বেসামরিক ব্যক্তিকে সমাজকল্যাণ সচিব ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফের কার্যালয় হিসেবে সূত্রের শনাক্ত করা একটি কক্ষে দেখা যায়।

সূত্রের বরাতে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে লিয়াকতও ছিলেন এবং তিনি মন্ত্রীর কার্যালয়ের একটি বৈঠকেও অংশ নেন।

তবে লিয়াকত বলেন, বৈঠকটি ছিল ‘মুক্তি’ পানীয় জল নিয়ে। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম কীভাবে আরও শক্তিশালী করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। বৈঠকে উপস্থিত থাকার কারণ জানতে চাইলে তিনি একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসেবে নিজের অবস্থানের কথা উল্লেখ করেন।

তিনি সমাজকল্যাণমন্ত্রী, মন্ত্রণালয়ের সচিব কিংবা নৌবাহিনীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে ক্রয়চুক্তি নিয়ে আলোচনার অভিযোগ অস্বীকার করেন। ডিইডব্লিউ, স্যালেক্সট্রা বা বুরাক ব্রেকের প্রতিনিধিদের মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কথাও অস্বীকার করেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন বকুল ডেইলি ওয়াদাকে বলেন, ‘বুরাক ব্রেক লিমিটেড নামে কোনো প্রতিষ্ঠানের কথা আমি জানি না। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কোনো চুক্তির বিষয়েও আমি অবগত নই। আমার পরিবারের কোনো সদস্য ব্যবসার সঙ্গে জড়িত নন।’

রাফিন এস এ হোসেন তাঁর ভাতিজা কি না, জানতে চাইলে মন্ত্রী সম্পর্কটি স্বীকার করেন। তিনি বলেন, ‘হ্যাঁ, সে আমার ভাতিজা। তবে তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। একজন নাগরিক হিসেবে তার ব্যবসা করার অধিকার রয়েছে। সে যদি আইন মেনে ব্যবসা করে, তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই।’

অন্যদিকে, সমাজকল্যাণমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন চুক্তির সিদ্ধান্তের পক্ষে অবস্থান নিয়ে বলেন, মন্ত্রণালয় কোনো ব্যক্তির সঙ্গে নয়, নৌবাহিনী পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করেছে।

তিনি বলেন, ‘আমরা নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ডের সঙ্গে চুক্তি করেছি, যা নৌবাহিনীর মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। কোনো ব্যক্তির সঙ্গে আমরা চুক্তি করিনি। প্রতিষ্ঠানটি কাকে দিয়ে কাজ করাবে, সেটি তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাউকেই আমরা চিনি না।’

ক্রয়সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন কি না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘না, আমি ক্রয়সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করিনি।’ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিদের মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রশ্নেও তিনি তা অস্বীকার করেন।

অর্থ বণ্টনের চুক্তিতে কী আছে

২৩ আগস্ট সমাজসেবা অধিদপ্তর ডিইডব্লিউর সঙ্গে ৬৬ হাজার ৮১৫টি অ্যাড্রয়েড ট্যাব কেনার চুক্তি করে। প্রতিটি ট্যাবের দাম নির্ধারণ করা হয় ৪৮ হাজার টাকা। এতে মোট ব্যয় দাঁড়ায় ৩২০ কোটি ৭১ লাখ টাকা।

পরদিনের যৌথ ব্যবসায়িক চুক্তিতে ডিইডব্লিউ, স্যালেক্সট্রা ও বুরাক ব্রেকের মধ্যে অর্থ বণ্টনের শর্ত নির্ধারণ করা হয়। ডিইডব্লিউ মোট চুক্তিমূল্যের ৪ শতাংশ পাবে। প্রকল্পে লাভ বা লোকসান যা-ই হোক, এই অর্থ পাওয়ার বিষয়টি চুক্তিতে নিশ্চিত করা হয়েছে।

চুক্তি অনুযায়ী, ডিইডব্লিউকে কোনো বিনিয়োগ করতে হবে না, পরিচালন ব্যয় বহন করতে হবে না এবং আর্থিক দায়ও নিতে হবে না। অন্যদিকে, স্যালেক্সট্রা ট্যাবের যন্ত্রাংশ আমদানির জন্য ১৭৯ কোটি ২৫ লাখ টাকা পাবে। আমদানি ব্যয়, ঋণপত্র (এলসি), শুল্ক ছাড়, ব্যাংক গ্যারান্টি, ওয়ারেন্টি এবং সম্ভাব্য জরিমানার দায়িত্ব থাকবে প্রতিষ্ঠানটির ওপর।

নির্ধারিত অর্থ, কর ও অন্যান্য কর্তন বাদ দেওয়ার পর অবশিষ্ট অর্থ পাবে বুরাক ব্রেক। প্রতিষ্ঠানটির দুটি ব্যাংক হিসাবে সমান দুই কিস্তিতে অর্থ স্থানান্তরের কথা বলা হয়েছে।

চুক্তিমূল্যের ওপর উদাহরণস্বরূপ ২০ শতাংশ কর ধরে ডেইলি ওয়াদা হিসাব করেছে, বুরাক ব্রেক প্রায় ৬৪ কোটি ৪৯ লাখ টাকা পেতে পারে। এই অনুমান অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠানটির সম্ভাব্য বরাদ্দ ডিইডব্লিউর রেখে দেওয়া অর্থের প্রায় পাঁচ গুণ। তবে বুরাক ব্রেকের জন্য একই ধরনের আর্থিক বা পরিচালনগত দায়িত্ব চুক্তিতে নির্দিষ্ট করা হয়নি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

চুক্তিতে সরকারি ক্রেতা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ডিইডব্লিউকে রাখা হয়। সব চালান ও সরবরাহপত্র ডিইডব্লিউর প্যাডে ইস্যু করার কথা। বেসরকারি অংশীদারেরা সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে এবং ডিইডব্লিউ তাদের পক্ষে সরকারি চেক সংগ্রহের অনুমতি দিতে পারবে।

সরকারি অর্থ প্রথমে নারায়ণগঞ্জে ডিইডব্লিউর ট্রাস্ট ব্যাংকের হিসাবে জমা হবে। এরপর সেখান থেকে বেসরকারি অংশীদারদের অর্থ দেওয়ার কথা। চুক্তির ২(ক) ধারায় বলা হয়েছে, দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ বেসরকারি ব্যবসায়িক অংশীদারদের সহায়তায় সরাসরি ক্রয়পদ্ধতিতে কাজটি পেয়েছে ডিইডব্লিউ।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা মানা হয়েছিল কি না

২০২৬ সালের ২৪ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ৪০টির বেশি মন্ত্রণালয় ও সরকারি সংস্থার সচিবদের একটি সীমিত প্রচারসংবলিত চিঠি পাঠায়। এতে সরকারি প্রকল্পে সশস্ত্র বাহিনী ও বাহিনী পরিচালিত প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করার পদ্ধতি তুলে ধরা হয়।

চিঠিতে বলা হয়, সরাসরি ক্রয়পদ্ধতিতে সশস্ত্র বাহিনীকে দেওয়া কিছু প্রকল্প প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছিল। এ ধরনের কাজ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় নিজেরাই সম্পন্ন করার বিষয়ে কার্যালয় থেকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে সশস্ত্র বাহিনীকে যুক্ত করতে হলে প্রধানমন্ত্রীর পূর্বানুমোদন নিয়ে পরে প্রস্তাব সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। সমাজকল্যাণ সচিবও চিঠির প্রাপকদের মধ্যে ছিলেন। নৌবাহিনীর সদর দপ্তর ও ডিইডব্লিউকে এর অনুলিপি দেওয়া হয়েছিল।

এর প্রায় ১১ সপ্তাহ পর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নবিষয়ক একটি ফাউন্ডেশন হুইলচেয়ার ও সেলাই মেশিন সরবরাহে ডিইডব্লিউর সঙ্গে চুক্তি করে। আগস্টে আসে ট্যাব সরবরাহের চুক্তি।

তবে ডেইলি ওয়াদার পর্যালোচনা করা নথিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পূর্বানুমোদন কিংবা সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বা নৌবাহিনীর সদর দপ্তরে প্রস্তাব পাঠানোর কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। ট্যাব কেনার মূল্যায়ন কমিটির কার্যবিবরণীতে মন্ত্রিসভা কমিটি-সংক্রান্ত অনুমোদনের উল্লেখ ছিল।

সমাজকল্যাণমন্ত্রী জাহিদ হোসেন বলেন, চুক্তির আগে কয়েক দফা যাচাই-বাছাই করা হয়েছে এবং সর্বনিম্ন দরে কাজ দেওয়া হয়েছে। তাঁর ভাষায়, ‘আইনের কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি।’

চুক্তির আগে যাচাই ও নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকেও জানানো হয়েছিল বলে তিনি দাবি করেন। তবে ২৪ মার্চের নির্দেশনায় উল্লেখ করা পূর্বানুমোদন আনুষ্ঠানিকভাবে নেওয়া হয়েছিল কি না, সে বিষয়ে তাঁর বক্তব্যে নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা ছিল না।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের অর্থ ও নিরীক্ষা বিভাগের সহকারী পরিচালক রেজাউল করিম বলেন, হুইলচেয়ার কেনার বিষয়টি মন্ত্রণালয় পর্যায়ে সম্পন্ন হয়েছে। ২৪ মার্চের নির্দেশনা অনুযায়ী অনুমোদন নেওয়া হয়েছিল কি না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, ওই নির্দেশনার বিষয়ে তিনি জানেন না। তবে তাঁর দাবি, সরাসরি ক্রয়সংক্রান্ত সরকারি বিধি অনুসরণ করেই কেনাকাটা করা হয়েছে।

এক দিনেই দর যাচাই ও মূল্য নির্ধারণ

সমাজসেবা অধিদপ্তর ৬ আগস্ট ট্যাব কেনার সরাসরি ক্রয়সংক্রান্ত নথি তৈরি করে, যেখানে শুধু ডিইডব্লিউকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১০ আগস্ট সকাল ১১টায় এক বৈঠকেই প্রতিষ্ঠানটির প্রস্তাব খোলা, মূল্যায়ন ও দর নিয়ে আলোচনা সম্পন্ন হয়।

প্রতি ট্যাবের প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ৫০ হাজার টাকা। ডিইডব্লিউ প্রথমে ৪৯ হাজার টাকা দর প্রস্তাব করে। আলোচনার পর দাম কমিয়ে ৪৮ হাজার টাকা করা হয়। মূল্যায়ন কমিটির কার্যবিবরণীতে চূড়ান্ত দরকে অনুমোদিত প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৪ শতাংশ কম বলে উল্লেখ করা হয়।

তবে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের দর না থাকায় প্রতিযোগিতামূলক বাজারদরের সঙ্গে প্রস্তাবটি তুলনা করার সুযোগ ছিল না।

মূল্যায়ন কমিটির সভাপতি ছিলেন অধিদপ্তরের সামাজিক নিরাপত্তা বিভাগের পরিচালক মো. মোশাররফ হোসেন। এক সপ্তাহ পর তিনি প্রকল্প পরিচালক হিসেবে চুক্তি অনুমোদন করেন এবং ২৩ আগস্ট চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

মোশাররফ হোসেন বলেন, একক উৎস থেকে ক্রয়ের সিদ্ধান্ত থাকায় শুধু ডিইডব্লিউকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তাঁর দাবি, নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় ৫০ হাজার টাকা করে ট্যাবের মূল্য প্রাক্কলন করা হয় এবং প্রয়োজনীয় নথি যাচাইয়ের পর ক্রয়টি অনুমোদন পায়।

একই দিনে মূল্যায়ন ও দর আলোচনা শেষ করার কারণ হিসেবে তিনি ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচি বাস্তবায়নের তাগিদের কথা উল্লেখ করেন। তবে ডিইডব্লিউ যে কাজের বড় অংশ ও আর্থিক দায়িত্ব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে হস্তান্তরের পরিকল্পনা করেছিল, সে বিষয়ে তিনি অবগত ছিলেন না বলে জানান।

প্রকল্পটি ২০০ মিলিয়ন ডলারের বিশ্বব্যাংক ঋণে সহায়তাপ্রাপ্ত হলেও এই নির্দিষ্ট ট্যাব কেনাকাটা ওই অর্থে হয়েছে কি না, তা তদন্তের জন্য সরবরাহ করা নথি থেকে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। মোশাররফ হোসেন বলেন, ট্যাব কেনাকাটাটি বিশ্বব্যাংকের বিষয় ছিল না; এটি ‘জিএফ’ সংক্রান্ত বিষয়। তবে সংক্ষিপ্ত শব্দটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা তিনি দেননি।

ডিইডব্লিউ ছাড়াও রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিফোন শিল্প সংস্থা ট্যাব সরবরাহের জন্য বিবেচিত হতে পারত। ৯ জুলাই ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব সমাজকল্যাণ সচিবকে চিঠি দিয়ে সরাসরি ক্রয়পদ্ধতিতে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানটি থেকে পণ্য কেনার সুপারিশ করেন। ডিইডব্লিউ ২২ জুলাই নিজস্ব প্রস্তাব দেয়। একই দিনে স্যালেক্সট্রাও ডিইডব্লিউকে একটি লেটার অব ইনটেন্ট পাঠায়।

এসব চিঠিপত্র থেকে দেখা যায়, সরকারি চুক্তি পাওয়ার আবেদন করার সময়ই ডিইডব্লিউর সম্ভাব্য বেসরকারি ব্যবসায়িক অংশীদার ছিল। শেষ পর্যন্ত বেসরকারি সরবরাহকারীদের জন্য উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা ছাড়াই ডিইডব্লিউকে কাজ দেওয়া হয়।

হুইলচেয়ার কেনার প্রক্রিয়াটি আরও সংক্ষিপ্ত ছিল। ডিইডব্লিউ ৪ জুন প্রস্তাব জমা দেয়, ১০ জুন কার্যাদেশ দেওয়া হয় এবং ১১ জুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পুরো প্রক্রিয়া শেষ হয় সাত

দিনে। চুক্তির কপিতে সরবরাহের সময়সীমা, ওয়ারেন্টি ও বিলম্বের জরিমানাসংক্রান্ত কয়েকটি ঘর ফাঁকা ছিল। কেন সেগুলো পূরণ করা হয়নি, সে বিষয়ে রেজাউল করিম তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাখ্যা দিতে পারেননি।

বাজারদরের তুলনায় ট্যাবের মূল্য

চুক্তি অনুযায়ী, কিবোর্ড ও স্টাইলাসসহ প্রতিটি এক্সট্রা এক্সটি১ অ্যান্ড্রয়েড ট্যাবের জন্য সরকার ৪৮ হাজার টাকা দেবে। ডিইডব্লিউর প্রতিনিধিরা পণ্যটিকে বিশেষায়িত যন্ত্র হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, এটি পানি, ধুলা ও আর্দ্রতাপূর্ণ পরিবেশে ব্যবহারের উপযোগী। তাই বাজারে প্রচলিত সাধারণ ট্যাবের সঙ্গে সরাসরি তুলনা করা উচিত নয় বলে তাঁদের বক্তব্য ছিল।

তবে যৌথ ব্যবসায়িক চুক্তিতে স্যালেক্সট্রার মাধ্যমে যন্ত্রাংশ আমদানির জন্য প্রতি ট্যাবে আনুমানিক ২৬ হাজার ৮২৮ টাকা বরাদ্দের হিসাব পাওয়া যায়। সরকারের ক্রয়মূল্যের চেয়ে এই অঙ্ক ২১ হাজার ১৭২ টাকা কম।

ডেইলি ওয়াদা ঢাকার কয়েকটি খুচরা বিক্রেতার বিজ্ঞাপিত দামের সঙ্গে সরকারি ক্রয়মূল্য তুলনা করেছে। স্টার টেকে ১১ ইঞ্চি পর্দা ও সিম সুবিধাসহ স্যামসাং গ্যালাক্সি ট্যাব এ৯ প্লাসের দাম ছিল ২৯ হাজার ৫০০ টাকা। এর সঙ্গে ডিইডব্লিউর নির্ধারিত ৪ হাজার ৫০০ টাকার কিবোর্ড ও স্টাইলাস খরচ যোগ করলে তুলনামূলক মূল্য দাঁড়ায় ৩৪ হাজার টাকা। সরকারি ক্রয়মূল্যের চেয়ে তা ১৪ হাজার টাকা কম। ৬৬ হাজার ৮১৫টি ট্যাবের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য প্রায় ৯৩ কোটি ৫৪ লাখ টাকা।

লেনোভো ট্যাব এম১১-এর বিজ্ঞাপিত দাম ছিল ২২ হাজার টাকা। একই পরিমাণ কিবোর্ড ও স্টাইলাস খরচ যোগ করলে দাম দাঁড়ায় ২৬ হাজার ৫০০ টাকা, যা সরকারি ক্রয়মূল্যের চেয়ে ২১ হাজার ৫০০ টাকা কম।

তবে এসব তুলনা বাজারে বিজ্ঞাপিত পণ্যের দামের ভিত্তিতে করা হয়েছে। পণ্যের স্পেসিফিকেশন, স্থায়িত্ব, ওয়ারেন্টি, আমদানি ব্যয় এবং সরকারি চুক্তির অন্যান্য শর্ত এক না হলে এ ধরনের তুলনা দিয়ে সরাসরি আর্থিক অনিয়ম প্রমাণ করা যায় না।

হুইলচেয়ার ও সেলাই মেশিনের দাম নিয়েও প্রশ্ন

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ২০ হাজার ৮৮৬টি প্রাপ্তবয়স্কদের স্টিলের হুইলচেয়ার প্রতিটি ৮ হাজার ১৭৫ টাকা দরে কেনে। ঢাকার একটি বিক্রেতার কাছে কেওয়াই-৮০৯ মডেলের সাধারণ ভাঁজযোগ্য স্টিলের হুইলচেয়ারের বিজ্ঞাপিত দাম ছিল ৬ হাজার ৯৯৯ টাকা। ওই দাম ধরে হিসাব করলে প্রাপ্তবয়স্কদের হুইলচেয়ার কেনায় প্রায় ২ কোটি ৪৬ লাখ টাকা কম ব্যয় হতে পারত।

একটি চীনা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপিত কারখানা-দর অনুযায়ী, কমপক্ষে ১০টি হুইলচেয়ার অর্ডার করলে সাধারণ ভাঁজযোগ্য স্টিলের মডেলের দাম ছিল আনুমানিক ৩ হাজার ৬০০ থেকে ৪ হাজার ৩২০ টাকা। তবে ওই দামে পরিবহন, শুল্ক, কর ও আমদানির অন্যান্য ব্যয় অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তাই এই মূল্যকে সরকারের সম্ভাব্য সাশ্রয়ের সরাসরি হিসাব হিসেবে ধরা যায় না।

ফাউন্ডেশনটি শিশুদের জন্য ২ হাজার ৫০০টি হুইলচেয়ার প্রতিটি ৮ হাজার ১০০ টাকা দরে কেনে। অর্থাৎ, একটি প্রাপ্তবয়স্কদের হুইলচেয়ারের চেয়ে দাম মাত্র ৭৫ টাকা কম।

এ ছাড়া ২ হাজারটি পায়ে চালিত সেলাই মেশিন কেনা হয় প্রতিটি ১৪ হাজার ৫০০ টাকা দরে। ঢাকার খুচরা বিক্রেতাদের বিজ্ঞাপনে সিঙ্গার ব্র্যান্ডের তুলনীয় মেশিনের দাম ছিল ১১ হাজার ৫০০ থেকে ১৮ হাজার ৬৬০ টাকার মধ্যে। ফলে সরকারি ক্রয়মূল্য ওই পরিসরের মধ্যেই ছিল।

তবে সেলাই মেশিনের নথিতে আরেকটি অসংগতি পাওয়া যায়। ডিইডব্লিউর সরবরাহপত্রে সিঙ্গার ১৫সিএইচ১ মডেলের সঙ্গে মিলে এমন মেশিনের উল্লেখ ছিল এবং বলা হয়েছিল, মেশিনটি প্রতি মিনিটে ২ হাজার থেকে ৩ হাজার সেলাই করতে পারে। কিন্তু খুচরা বিক্রেতাদের প্রকাশিত স্পেসিফিকেশনে ওই মডেলের সর্বোচ্চ গতি মিনিটে প্রায় ১ হাজার সেলাই বলে উল্লেখ ছিল।

প্রতিবেদনে বাজার ও কারখানার দরের তুলনা করা হয়েছে ২০২৬ সালের ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে। মার্কিন ডলারের রূপান্তরে প্রতি ডলার ১২৩ টাকা ধরা হয়েছে।

সূত্র: ডেইলি ওয়াদা (Daily Waadaa)।

LENS ASIA